

নারীর পোশাক ও সাজসজ্জা

মুফতি শরিফুল ইসলাম নাইম

ইলহাম
পরিচালনা পরিষদ

সূচি

সাজসজ্জার পরিচয় ও প্রকারভেদ	১৩
নারীর সাজগোজ : প্রকৃত সত্য ও বর্তমান বাস্তবতা	১৬
সাজগোজের বেলায় ইসলামের কিছু দিক নির্দেশনা	২১
মুবাহ সজ্জার আলোচনা : পোশাক-আশাক	৩২
পোশাকের শর্তসমূহ	৩৪
নামাজে নারীদের পোশাক কেমন হবে	৫৩
নারীর অলংকার সংশ্লিষ্ট আলোচনা	৫৭
কান ফুঁড়িয়ে রিং পরা	৬২
নারীদের সুগন্ধি ব্যবহারসংক্রান্ত আলোচনা	৬৪
আধুনিক প্রসাধনী ব্যবহারসম্পর্কিত আলোচনা	৬৯
মুস্তাহাব সজ্জার আলোচনা : প্রকৃতিগত সুন্নাহ	৭৬
সুরমা ও খেজাব ব্যবহারসংক্রান্ত আলোচনা	৮৯
হারাম সাজসজ্জা সম্পর্কিত আলোচনা	৯৫
উক্কি বা ট্যাটু সম্পর্কিত আলোচনা	১২২

সাজসজ্জার পরিচয় ও প্রকারভেদ

যীনাতে বা সাজসজ্জা বলা হয় এমন গুণ বা বস্তুকে যার মাধ্যমে মানুষ সজ্জা গ্রহণ করে।

প্রথমত সাজসজ্জাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সাধারণ বিবেচনা
২. ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ এবং
৩. প্রকাশ বা গোপনীয়তার বিবেচনা।

১. সাধারণ বিবেচনায় সাজসজ্জাকে আবার ৩ প্রকারে ভাগ করা যায়:

- ক. অভ্যন্তরীণ সজ্জা।
- খ. সৃষ্টিগত সজ্জা।
- গ. অর্জিত সজ্জা।

ক. অভ্যন্তরীণ সজ্জা বলতে সে সমস্ত গুণাবলি উদ্দেশ্য যেগুলো অর্জনের নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছে ইসলাম। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ইমান। এই গুণ যদি কারো অন্তরে বসে যায় তাহলে অন্য সব ভালো গুণাবলিও আস্তে আস্তে এসে যাবে তার মধ্যে। যেমন, তাকওয়া, ইলম, লজ্জা, সত্যবাদিতা, দানশীলতা, সাহসিকতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, মানবতা এবং সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি। এই গুণগুলো কোনো নারীর মধ্যে থাকলে সেও হয়ে উঠবে অভ্যন্তরীণ সজ্জায় সজ্জিত একজন নারী।

খ. সৃষ্টিগত সজ্জা বলতে বুঝানো হয়েছে নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে। যেমন, গঠনাকৃতি সুন্দর হওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিপুণ হওয়া, চামড়া সুন্দর থাকা, টানা টানা চোখ থাকা ইত্যাদি। চেহারা হচ্ছে একজন নারীর সৌন্দর্যের রাজধানী। (ড. মুহাম্মদ আব্দুল আযিয আমর, আল লিবাস ওয়ায যীনাহ: পৃ. ৩৬৬)

গ. বাহ্যিক বা অর্জিত সজ্জা হচ্ছে সেই সমস্ত অলংকার, কাপড় চোপড়, সুগন্ধি, মেহেদি ইত্যাদি যেগুলোর মাধ্যমে নারীরা সাজে ।

২. ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সাজসজ্জা ৩ প্রকার:

ক. মুবাহ সজ্জা ।

খ. মুস্তাহাব সজ্জা ।

গ. হারাম সজ্জা ।

ক. মুবাহ সজ্জা হচ্ছে সেটাই যেটার অনুমতি নারীদেরকে শরিয়ত দিয়েছে এবং তাদের জন্য বৈধ রেখেছে । যেই সজ্জা অবলম্বন করলে নারীদের সৌন্দর্য বাড়ে । কোনো ক্ষতি হয় না । পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কিছু শর্তও থাকে এখানে । এ ধরনের সজ্জার মধ্যে রয়েছে, সুন্দর পোশাক, রেশম, অলংকার, সুগন্ধি এবং আধুনিক মেকআপ ।

এমনিতে মুবাহ বলা হয় এমন জিনিসকে যার সাথে না আদেশের কোনো সম্পর্ক থাকে আর না নিষেধের । তবে ভিন্ন কোনো কারণে স্বাভাবিক মুবাহ বিষয়ের সাথে আদেশ-নিষেধের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে ।

আর সম্ভাগতভাবে এর বিনিময়ে কোনো সওয়াবও পাওয়া যায় না । তবে অনেক সময় নিয়তের কারণে কিছু সওয়াব পাওয়া যেতে পারে ।

যেমন মেয়েদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা মুবাহ একটি জিনিস । তবে এই সুগন্ধি ব্যবহারে যদি নারীর নিয়ত থাকে স্বামীকে খুশি করা তাহলে এটা তখন মুস্তাহাব হয়ে যাবে । আর যদি সে পরপুরুষকে নিজের শরীরের সুগন্ধি শৌকাতে এই সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে এটা হারাম বলে গণ্য হবে ।

আর এই মুবাহ যতক্ষণ মুবাহ হিসেবে বহাল থাকে ততক্ষণ এটা বর্জন করলেও কোনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় না । তবে যদি কোনো মুবাহ অন্য আরেকটি বিধান পালনের মাধ্যম হয় তখন সেই বিধানের যেই হুকুম মুবাহেরও সেই হুকুম হবে ।

খ. মুস্তাহাব সজ্জা বলা হয় এমন সজ্জাকে যেটা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন খোদ শরিয়তপ্রণেতা । মিসওয়াক, বগলের লোম উপড়ানো জাতীয় প্রাকৃতিক সুলতগুলোও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত । মেয়েদের জন্য দুই হাত মেহেদিতে রাঙানোও মুস্তাহাব সজ্জার মধ্যে পড়ে ।

মুস্তাহাব কাজ যদি কেউ শরিয়তের আদেশ পালন হিসেবে করে তাহলে সে সওয়াব পাবে । তবে তা বর্জনের জন্য কোনো শাস্তি নেই ।

গ. হারাম সাজসজ্জা সেগুলোই যেগুলোকে শরিয়ত সরাসরি নিষেধ করে দিয়েছে এবং সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছে। যদিও আধুনিক নারীরা সেগুলোকে ফ্যাশন মনে করে। যেমন, ড্র প্লাক করা, পরচুলা লাগানো ইত্যাদি। পুরুষ বা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য হয় এমন কোনো পোশাক বা সজ্জাও নারীদের জন্য হারাম। যেমন, চুল কেটে ছোট করা, পুরুষদের মতো পোশাক পরা।

হারামে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হবে। কেউ যদি শরিয়তের আনুগত্য করতে গিয়ে হারাম বর্জন করে তাহলে এর জন্যেও সে সওয়াব পাবে।

৩. প্রকাশ বা গোপনীয়ের দিক থেকে সাজসজ্জা ২ প্রকার:

ক. বাহ্যিক সাজসজ্জা।

খ. ভিতরগত সাজসজ্জা। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে ইনশা আল্লাহ।

নারীর সাজগোজ : প্রকৃত সত্য ও বর্তমান বাস্তবতা

নারীদের সাজসজ্জার ব্যাপারে ইসলাম বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সূক্ষ্ম আলোচনা রয়েছে কুরআন ও হাদিসে। তাদের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে এমন কিছু নীতিনির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যেগুলো নারীস্বভাবের উপযোগী। যেই নীতিগুলো একদিক থেকে যেমন নারীত্বের সাথে যায় অপরদিক থেকে সেগুলো সবরকমের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে রক্ষা করে নারীকে। তাকে পরিচালিত করে সঠিক গন্তব্যের দিকে।

পুরুষের চেয়ে নারীদের পোশাক ও সাজসজ্জার বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। সেটা এই কারণেই যে, নারীদের ক্ষেত্রে সাজগোজ মৌলিক একটি বিষয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টিই করেছেন এমনভাবে যে, তারা সৌন্দর্য ও সাজগোজ প্রদর্শন করতে পছন্দ করে। এই জন্যই সাজগোজের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে বেশি। যেমন, রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার নারীদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু পুরুষদের জন্য এগুলোকে ঘোষণা করা হয়েছে সম্পূর্ণ অবৈধ হিসেবে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে পুরুষদের জন্য রেশমের পোশাক এবং স্বর্ণালংকার ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। তবে মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।^১

মোটকথা, নারীদের ক্ষেত্রে সাজগোজ প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। এটা ছাড়া বেশ কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে তারা। কেননা সাজগোজ করা মানে নারীত্বের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। তাছাড়া এটি স্বামীকে খুশি করার

১ সুনানে ইবনু মাজাহ: ৩৫৯৫; সুনানে তিরমিজি: ১৭২০; ইবনুল আসির জাযারি, জামিউল উসুল ফি আহাদিসির রসুল: ১০/৬৭৭

অন্যতম মাধ্যম। এর কারণে অনেক স্বামী স্ত্রীর প্রতি বেশি আগ্রহী হন এবং ভালোবাসা বাড়িয়ে দেন।

এখানে আরেকটি বিষয় আছে। সেটা হলো, পুরুষের তুলনায় নারীদের জন্য একটু বাড়তি সচেতনতা জরুরি। না হয় সমূহ বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নারীদের সাজগোজ যখনই সঠিক ও নীতিগত পন্থায় না হবে তখনই সেটা হয়ে যাবে ফেতনা-ফ্যাসাদের সবচেয়ে বড় কারণ।

নিঃসন্দেহে ইসলাম নারীদের সাজগোজের ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে। তাদের পোশাক, অলংকার সুগন্ধি ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম ও শর্ত দিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে কিছু উপকারী ও উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা। যেগুলো মেনে চলতে পারলে সঠিক পথ ও সুস্থ ধারায় অটল থাকতে পারবে সে। এই সঠিক পথই তাকে নিয়ে যাবে সফলতার রাজপথে। রক্ষা করবে তাঁর ইজ্জত আব্রু। মোদ্দা কথা, ইসলাম যেভাবে সর্বক্ষেত্রে নারীদেরকে হেফাজতে রেখেছে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ইসলাম নারীদের মর্যাদা সমুন্নত করেছে। তাঁর সম্মান রক্ষা করেছে। তাঁকে বসিয়েছে উচ্চাসনে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। নেককাজে পুরুষদের যেমন সওয়াব ও সম্মান রয়েছে তেমনটাই নারীদের জন্যও নির্ধারণ করেছে শরিয়ত। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, (অর্থ) যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবনযাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্মানুযায়ী অবশ্যই প্রতিদান দিব।^২

উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রা. বর্ণিত তিনি মক্কা বিজয়ের দিন এক মুশরিককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। আর তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।^৩

২ সূরা নাহল: ৯৭

৩ সুনানে আবু দাউদ: ২৭৬৩; ইবনুল আসির জাযারি, জামিউল উসূল ফি আহাদিসির রসূল: ২/৩

এই হাদিসের লক্ষণীয় হচ্ছে, নারী বলে উম্মে হানীর আশ্রয় প্রদানকে গুরুত্বহীন সাব্যস্ত করেননি নবিজি। এ থেকেই বুঝা যায়, পুরুষের মতো নারীজাতির মর্যাদাও ইসলামে স্বীকৃত।

ইসলাম সবসময় চেয়েছে নারীকে যত্নে রাখতে, তার চরিত্র হেফাজত করতে। এজন্যেই তাকে বলেছে, নিজেকে পোশাকের আড়ালে ঢেকে রাখতে। নির্দেশনা দিয়েছে পরপুরুষের সাথে নির্জনে একত্রিত না হতে, সবসময় এমনকি নামাজের সময়ও ঘরেই অবস্থান করতে। আরও বলে দিয়েছে, যেখানে কথায় বা ইঙ্গিতে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে সেখান থেকে দূরে থাকতে। প্রয়োজনে বাইরে হতে হলেও নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছে ইসলাম। এসব কিছুর পিছনে মূল লক্ষ্য একটিই; সেটি হলো, নারীদেরকে লুক্কায়িত মুক্তার মতো যত্ন করে রাখা। লোভাতুর কোনো দৃষ্টি যেন খুবলে খেতে না পারে তাঁদেরকে। বখাটেদের কালো হাত যেন কখনো নাগাল না পায় তাঁদের।

এই হলো প্রকৃত সত্য। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা কী?

বাস্তবতা সত্যিই খুব দুঃখজনক। আমাদের বহু মুসলিম নারী এই সাজগোজের বেলায় ইসলামি শিক্ষার ধার ধারেন না। আজকাল নারীরা নিকৃষ্ট প্রোপাগান্ডা আর ক্ষণিকের চাকচিক্যে মজে যাচ্ছেন খুব সহজেই। খুব দ্রুতই সেগুলোর অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন তারা। প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, দীনবিরোধী কাজগুলো মূলত তাদের ভালোর জন্যই। এর দ্বারা তাদের ওপর হওয়া নির্যাতন প্রতিহত করা হবে। তাদেরকে দেওয়া হবে বন্ধনহীন মুক্ত এক জীবন!

এগুলো আসলে নারীদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করার চক্রান্ত। তাদের ইজ্জত-আব্রু বাজারে নিলাম করে দেওয়ার বন্দোবস্ত। এর পিছনে দুরভিসন্ধি হলো, নারীদেরকে তাদের শাস্ত্রত বিশ্বাস ও সচ্চরিত্র থেকে মুক্তমনা বানিয়ে দেওয়া, ঘর থেকে তাদেরকে বাইরে বের করে আনা, পর্দার আড়াল থেকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা, চারিত্রিক পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে পুরুষদের সাথে মেলামেশায় উদ্বুদ্ধ করা। উলঙ্গপনা এবং উত্তেজনাকর পোশাকে নারীদেরকে অভ্যস্ত করে তোলা। অবুঝ মেয়েদেরকে তথাকথিত আধুনিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া। এগুলোকেই ‘ওরা’ বলতে চায়, নারীস্বাধীনতা, অগ্রগামিতা এবং আধুনিক সভ্যতার তাল মিলিয়ে চলা।

তথাকথিত আধুনিকতার ধ্বজাধারী এবং ভ্রষ্টতার পথপ্রদর্শকেরা নিজেদের লক্ষ্য পূরণে বেছে নিয়েছে ফ্যাশনের জগৎকে। তারা মনে করেছে, নারীদের ওপর এর চেয়ে বেশি কার্যকরী আর কোনো জগৎ নেই। কেননা এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি মনোযোগী নারীজাতি।

এই লক্ষ্যে ফ্যাশন তৈরির জন্য বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এমন এমন ফ্যাশন সেখানে তৈরি হয় যার সাথে নারীদের লজ্জাশীলতা, পর্দা, কিংবা চারিত্রিক পবিত্রতার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং সেগুলোর মাধ্যমে সমাজে সৃষ্টি হয় ফেতনা-ফ্যাসাদ এবং যৌন উত্তেজনা। সেইসঙ্গে অনর্থক সম্পদের অপচয় তো আছেই। ফ্যাশনের মূল লক্ষ্যই এখন এগুলো।

প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন ফ্যাশনেবল পোশাক ও সাজগোজ বাজারজাত করে নারীদেরকে পাগল করে দেওয়া হয়। এভাবে ব্ল্যাকমেইল করে হাতিয়ে নেওয়া হয় তাদের মূল্যবান সম্পদ। নষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা। ওদের বানানো প্রসাধনী মেকআপ ব্যবহারের ফলে মারাত্মক রকম ক্ষতি হয় ত্বকের।

এগুলোর প্রতি নারীজাতিকে আকৃষ্ট করতে কাজ করে যাচ্ছে, মুভি-নাটক, গল্প-উপন্যাস, পত্রিকা-ম্যাগাজিন। তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, নারীদের স্বাভাবিক প্রকৃতি নষ্ট করে দেওয়া, অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া।

মোট কথা, ফ্যাশন ডিজাইনার আর মেকআপ সামগ্রী তৈরির কারিগরদের কাছে নারীরা হয়ে গেছে খেলনার মতো। তারা যেভাবে চায় সেভাবেই পরিচালিত হয় নারীরা।

নারীজাতির বিকৃতিটা হয়ে থাকে বিভিন্ন রকম পোশাক ও প্রসাধনীর মাধ্যমে। সেগুলো কিনতে গিয়ে অনেক সম্পদও অপচয় করে তারা। নিজেদের প্রশংসনীয় গুণাবলি ধ্বংস করতে এভাবেই তারা বিপুল সম্পদ ব্যয় করে। এসবই ‘ওদের’ মাস্টারপ্ল্যানের অংশ।

বহু নারী এই তিজ বাস্তবতার শিকার। তারা উদ্ধাস্ত হয়ে ছুটছে পশ্চিমা নারীদের পিছনে। মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে দেখে। অথচ ঈর্ষণীয় কোনো অবস্থাতেও কিন্তু নেই পশ্চিমা নারীরা। তাদের দেখেই আমাদের নারীরা ফ্যাশন, পর্দা ও লজ্জাশীলতার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের বিধানগুলোকে ছুড়ে ফেলেছে। এসব তারা করেছে জেনেগুনেই। সেই পশ্চিমা নারীদের সুরে সুর মিলিয়ে তারা বলে, এগুলোই নাকি নারী উন্নয়ন এবং আধুনিকতা!

এটাই বর্তমান অধিকাংশ নারীর বাস্তবতা। তাদের পোশাক ও সাজগোজের সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। ওদের পোশাক-আশাক হয় খাটো, আঁটোসাঁটো, পাতলা ফিনফিনে। ফলে শরীরের ভাঁজ সব স্পষ্ট বুঝা যায়। চুলগুলো তারা ছেড়ে দেয়, চোখের ইশারায় পরপুরুষকে করে কুপোকাত। নির্লজ্জের মতো চেহারা দেখিয়ে বেড়ায় সবাইকে। বাইরে বেরোনোর সময় হাত-পা খোলা রেখে, গায়ে কড়া সুগন্ধি মেখে বের হয়। কোমরের ওপরেও থাকে না কোনো কাপড়। পোশাক, অলংকার সাজগোজ সবকিছুতেই শুধু অপচয়। মানুষের সাথে তারা কথা বলে খুবই নরম স্বরে। ফলে দুষ্ট লোকেরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাদের প্রতি। চোখের চাহনিতে তারা পুরুষদেরকে পাগল করে দেয়।

এগুলো কি ইসলামের শিক্ষা!

কক্ষনোই না। ইসলাম নারীদের জন্য সাজগোজ বৈধ রেখেছে, তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে। ইসলাম চেয়েছে, নারীদের মর্যাদা রক্ষা করতে। যেন তারা সমাজ সংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। হতে পারে নিজ স্বামীর বাধ্য স্ত্রী। তাদের হাতেই যেন গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের সোনালি প্রজন্ম।

ইসলামে নারীদের মর্যাদা বুঝতে চাইলে নবিজির এই বক্তব্যটিই যথেষ্ট— তোমাদেরকে আমি বিশেষ নির্দেশনা দিচ্ছি, নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য।^৪

হে মুসলিম বোন আমার! ফিরে আসুন ইসলামি বিধান ও ঐশী শরিয়তের দিকে। এটিই আপনার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও শক্তিশালী আশ্রয়। এর মাধ্যমে ফেতনা থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন। পারবেন ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জন করতে।

৪ সহিহ বুখারি: ৫১৮৬; সহিহ মুসলিম: ৩৫৩৯